NOV. 25 2001

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...১...

তাহাদের ধরা হয় নাই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যামেরাবন্দি অবৈধ অস্ত্রধারীদের পুলিশ ১২ দিন পরও গ্রেফতার করিতে পারে নাই। অস্ত্র উঁচাইয়া প্রতিপক্ষকে ধাওয়ারত সন্ত্রাসীদের ছবি বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাপা হইয়াছে। পুলিশও তাহাদের চিহ্নিত করিয়াছে। ক্যাম্পাসে তাহাদের আনাগোনা প্রকাশ্য এবং সেইখানে পুলিশ মোতায়েনও দৃশ্যমান। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাহাদের আটক না করায় দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাপ্রাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস দমনে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা লইয়া প্রশ্ন উঠিবেই। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারে আর বিলম্ব করা হইবে না, ইহাই সকলের প্রত্যাশা। ১৩ নভেম্বর ক্যাম্পাস হল দখল-পাল্টাদখলে উত্তপ্ত হইয়া উঠিবার পরদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। দলমত নির্বিশেষে অবৈধ অস্ত্রধারী ও দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কঠোর হুঁশিয়ারির পরপরই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণায় সকলই আশান্বিত হয়। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রসমাজের স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণে কর্মকাণ্ড পরিচালনার পরিবর্তে দখলদারিত্ব, টেন্ডার ও চাঁদাবাজি এবং অস্ত্রের ঝনঝনানির চোরাবালিতে নিমজ্জিত হইয়া পড়ার দুঃখজনক অভিজ্ঞতা আবার আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। তাহাদের এই সকল অপকর্ম শুধু শিক্ষার পরিবেশকেই কলুষিত করে না, সরকারের ভাবমূর্তিও দারুণভাবে ক্ষুণ্ন করে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী দলের ভিতরে শুদ্ধি অভিযান শুরু করিয়াছেন, এই স্পষ্ট ইঙ্গিতের পর সন্ত্রাসীরা কোন মহল হইতেই আশ্রয়-প্রশ্রয় পাইবে না, ইহাই প্রত্যাশিত ছিল'। এই অবস্থায় ক্যাম্পাসে চিহ্নিত অস্ত্রধারীরা গ্রেফতার না হওয়ার পিছনে তাহাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাই যে মুখ্য কারণ, উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একজন পুলিশ কর্মকর্তা সাংবাদিকদের নিকট স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, ক্ষমতাসীনদের সহিত জড়িত সন্ত্রাসীদের আটক করিতে উচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। এই স্বীকারোক্তিতে সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন বোধ করিবে ইহাই তিক্ত সত্য। ১৩ নভেম্বর অস্ত্রধারীদের প্রকাশ্য মহড়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিশন গঠন এবং সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ প্রদান করে। পরে এই সময়সীমা বাড়ানো হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রে অস্ত্রধারীদের পরিচয় প্রকাশ করা হইলেও তদন্ত কমিটি এখনও নাকি তাহাদের চিহ্নিত করিতে পারে নাই। সেই ক্ষেত্রে তাহারাও সরকারের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে কিনা, এই প্রশ্ন উঠিবেই। বিভিন্ন হলে সন্ত্রাসীদের দাপট এবং ডাইনিং হলে ফাও খাওয়ার পাশাপাশি সংবাদপত্রের খবর হইল- কোন কোন হলের গেটে অছাত্ররা চেকপোস্ট বসাইয়া ছাত্রদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে পুলিশের উপস্থিতিতেই। হলগুলিতে প্রশাসনের প্রকৃতপক্ষে কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। এই অরাজক অবস্থা কোনভাবেই চলিতে দেওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন উপাচার্য ক্যাম্পাস হইতে বিতাড়িত ছাত্রলীগ নেতাদের ডাকিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই পদক্ষেপ ভাল। তবে সকল সংগঠনের সহাবস্থান নিশ্চিত করায় তাহার উদ্যোগ সফল করিতে সরকারের পাশাপাশি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতাও প্রয়োজন। সশস্ত্র ক্যাডার নিয়ন্ত্রিত ছাত্র সংগঠন যে মূল রাজনৈতিক দলের কোন মঙ্গল করে না, বরং দুঃসহ বোঝায় পরিণত হয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির এই তিক্ত অভিজ্ঞতা কম হয় নাই। এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাইতে তাহারা উদ্যোগী হইবে, আমরা কেবল এই প্রত্যাশাই করিতে পারি।